ঈশ্বর হাগারের প্রার্থনা শুনলেন

আদিপুস্তক ১৬.৭-১৬ পদ

গত দুই সপ্তাহ ধরে আমরা আদিপুস্তক ১৬ অধ্যায় থেকে দেখছি। অব্রামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার কাজে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে (?), সারী তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তিকে ব্যবহার করে মিসর থেকে নিয়ে আসা দাসী হাগারের সঙ্গে অব্রামের বিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য যদিও ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা, কিন্তু তারা তাদের নিজেদের পথে তা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে তাদের পরিবারে চরম অশান্তি ডেকে আনে। পরিস্থিতি যখন তাদের চিন্তার বিপরীতে মোড় নিয়েছিল, তখন অব্রাম ও সারী সাধারণ মানুষের ন্যায় বিভিন্ন জাগতিক পথকে অবলম্বণ করে পরিস্থিতির সামাল দিতে চেয়েছিল। ফলস্বরূপ, তাদের অন্যায় ও অবিচারের বলি হয়েছিল হাগার ও তার গর্ভের সন্তান। অব্রামের দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় ও সারীর অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে হাগার বাপের বাড়ীতে পালিয়ে যাবার পথকেই বেছে নিয়েছিল। শূরের পথ ধরে (৭ পদ) হাগার মিসরের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলছিল। ঐ পথে, অর্থাৎ শূরের প্রান্তরে, কাদেশ ও বেরদের মধ্যে (১৪ পদ) যে একমাত্র পানীয়-জলের কূপ ছিল, হাগার সেখানে উপস্থিত হয়। ঐ স্থান মিসরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এখন, অব্রাম যদি তখনও হিব্রোণে (১৩.১৮) তাঁর তাম্বুতে বাস করে, তাহলে ধরা যেতে পারে, হাগার কমপক্ষে ৭০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করেছে, যার জন্য তাকে কমপক্ষে ১ সপ্তাহ পথ চলতে হয়েছে। সন্তান-সম্ভাবা হাগারের পক্ষে এই দূর্গম পথ একাকী অতিক্রম করা সহজ কাজ ছিল না।

ঈশ্বর সবই দেখছিলেন। তিনি কি এমন পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করবেন না? একথা সত্য ঈশ্বর অবশ্যই অব্রাম ও সারীর প্রতি করুণা দেখাতে চান, কিন্তু অব্রামের সঙ্গে তিনি যে চুক্তিতে উপনীত হয়েছেন, তাকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। অব্রামের সঙ্গে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ায়, হাগারও সেই চুক্তির বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু অব্রামের তাম্বু থেকে পালানোর দ্বারা সে কেবল নিজেকে নয়, আসন্ন সন্তানকেও সেই চুক্তি থেকে পৃথক করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর যখন কাউকে একবার নিজের করেন, তাকে সহজে ছেড়ে দেন না। তাই, অব্রামের সঙ্গে তাঁর নিজের চুক্তিকে স্মরণ করে, ঈশ্বর হাগার ও তার সন্তানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আজও ঈশ্বর আমাদের প্রতি একই ব্যবহার করে চলেছেন। খ্রীস্টের নতুন-চুক্তির রক্তের দ্বারা আমরা যখন তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত হই, তিনি কোন মতে আমাদের পরিত্যাগ করেন না।

এর আগে ঈশ্বর যেমন অব্রামের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক তেমনই শূরের প্রান্তরে ঈশ্বর হাগারের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। যার দ্বারা তিনি প্রমান দিলেন যে *"তিনি মুখাপেক্ষা করেন না"* (প্রেরিত ১০.৩৪) । হাগারের ন্যায় একজন সাধারণ মিস্রিয় স্ত্রীলোকের কষ্ট দূর করতে তিনি নিজে এগিয়ে এলেন। অবশ্য, একথাও সত্য যে ঈশ্বরের আহ্বাণ পাবার আগে, অব্রাম ও তার পূর্বপুরুষরা জগতের দেবদেবীর সেবা করত (যিহোশূয় ২৪.২);এবং অব্রামের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় হাগার চুক্তির-বৃত্তে প্রবেশ করেছিল। ৭-১২ পদে আমরা পাই, "সদাপ্রভুর দূত" প্রান্তরে হাগারের সঙ্গে দেখা করেন, প্রশ্ন করেন, আদেশ করেন ও আশীর্বাদ করেন। এখানে সদাপ্রভুর দূত বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে? বাইবেলে এই প্রথম সদাপ্রভুর দূতের কথা বলা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় দূতের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ "বার্তাবাহক" *(messenger)*। এই শব্দের দ্বারা মানুষ বা অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে নির্দেশ করা যায়। বাইবেলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর দ্বারা অতিপ্রকৃতিক বিষয়কেই নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে এই শব্দের দ্বারা কোন স্বর্গদূতকে নয়, কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরকে নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ, ৭, ৯, ১০, ১১ পদে "সদাপ্রভুর দূত" বলা হলেও, ১৩ পদে হাগারের সঙ্গে সাক্ষাতকারী ব্যক্তিকে "সদাপ্রভু" বলা হয়েছে। ১৪ অধ্যায়ে মল্কীষেদক অব্রামকে যে *স্বর্গমর্ত্যের অধিকারী পরাৎপর ঈশ্বরের* আশীর্বাদ করেছিলেন (১৯ পদ), অব্রাম সেই পরাৎপর ঈশ্বরকে সদোমের রাজার কাছে "সদাপ্রভু"

নামে অভিহিত করেছিলেন (২২ পদ)। তাই, শূরের প্রান্তরে অন্য কেউ নয়, স্বয়ং পরাৎপর ঈশ্বর হাগারকে দেখা দিয়েছিলেন। হাগার সেই সময় জানতেন না যে, এই ঈশ্বরই একদিন মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন; কেবল তাই নয় বেৎলেহেমের গোয়াল ঘরে মেরীর সন্তান হয়ে জন্ম গ্রহণ করার অনেক আগে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষের কাছে তাঁর কথা পৌঁছে দিতে নিজে মানুষের আকারে এসেছিলেন। আদি ১৮ অধ্যায়ে আমরা দেখব, ঈশ্বর একইভাবে অব্রামের কাছে নিজে প্রকাশিত হয়েছেন। হ্যাঁ, এখানে যীশু খ্রীস্টই পৃথিবীতে মাংসে-মূর্ত্তিমান হবার আগে মানুষের আকারে হাগারকে দেখা দিয়েছেন। তিনি হাগারকে ৪টি বিষয় বলেছিলেন।

প্রথমত, *"হে সারীর দাসী হাগার, তুমি কোথা থেকে এলে? এবং কোথায় যাবে?"* কাউকে গ্রেপ্তার করার আগে সাধারণত এমন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। এই প্রশ্নের দ্বারা প্রশ্নকর্তার অজ্ঞানতা নয়, কিন্তু ঈশ্বর চাইলেন যেন হাগার স্পষ্ঠভাবে উপলব্ধি করে যে, সে কী কাজ করতে চলেছে। হাগার ঈশ্বরের চুক্তি থেকে, তথা ঈশ্বরের কাছ থেকে পালাচ্ছে। এইভাবেই সে নিজেকে ও তার সন্তানকে বাঁচাতে চায়। কিন্তু তা কি সম্ভব? ঈশ্বর চাইলেন, হাগার যেন তা উপলব্ধি করে। হাগার ঈশ্বরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেও (*আমি আমার কর্ত্রী সারীর কাছ থেকে পালাচ্ছি*) , দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেনি। কারণ, সে তেমন গভীরভাবে চিন্তা না করেই, এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঈশ্বর তাকে তার ভুল উপলব্ধি করতে সুযোগ দিলেন।

দ্বিতীয়ত, *"তুমি তোমার কর্ত্রী সারীর কাছে ফিরে গিয়ে নম্রভাবে তার হাতে বশীভূতা হও।"* হাগারের প্রতি অব্রাম ও সারীর সমস্ত অন্যায় ও অবিচার দেখেও ঈশ্বর কী করে তাদের কাছে হাগারকে ফিরে যেতে বললেন? হাগারের পক্ষে এই কাজ অবশ্যই সহজ ছিল না; কারণ সেখানে আরও অত্যাচার তার জন্য অপেক্ষা করে আছে, সে সমস্ত তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। কিন্তু প্রকৃত অনুতাপ ছাড়া ঈশ্বরের করুণা ও আশীর্বাদ লাভ করা সম্ভব নয়; এবং প্রকৃত অনুতাপ সর্বদা ত্যাগস্বীকার করতেও প্রস্তুত থাকে। অন্যদিকে, ঈশ্বর দুঃখী-দরিদ্রদের প্রতি মমতা ও করুণা প্রদর্শণে আনন্দ করলেও, তিনি তাদের দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেন না। ঈশ্বর চাইলেন যেন হাগার উপলব্ধি করে যে, হাগারের জীবনে অব্রামের প্রতি ঈশ্বরের চুক্তিই সবথেকে বড় বিষয়। সেই চুক্তিকে স্মরণ করে হাগার যেন সমস্ত ত্যাগস্বীকার করতে রাজী থাকে। কারণ, সেই চুক্তির সান্নিধ্যের দ্বারাই সে ও তার সন্তান বাঁচবে। চুক্তি তথা ঈশ্বরের সান্নিধ্য তাকে কষ্ট সহ্য করতে শক্তি দেবে। আমাদেরও ঈশ্বর যখন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে দেখেন, তিনি চান, আমরা যেন তাঁর কাছে ফিরে আসি ও তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পিত করি। আমি পছন্দ করি না, এমন পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেদের সমর্পিত করি এবং বিশ্বাস করি তিনি পরিস্থিতির পরিবর্তণ করবেন (অপব্যয়ী পুত্র)।

তৃতীয়ত, *"তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি করব, তারা সংখ্যায় এত বেশি হবে যে তাদের গণা যাবে না।"* বাধ্যতার পরেই আসে আশীর্বাদ। হাগারের প্রতি ঈশ্বরের এই আশীর্বাদ অব্রামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় (১২.২-৩; ১৩.১৬; ১৫.৬)। কিন্তু অব্রামের প্রতি ঈশ্বরের মূল আশীর্বাদের (১২.২-৩) সঙ্গে হাগারের প্রতি ঈশ্বরের আশীর্বাদের একটি পার্থক্য আছে। তা হল, হাগারের প্রতি আশীর্বাদে *"তোমাতে ভূমণ্ডলের সমস্ত জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে"* এই কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, সেই প্রতিজ্ঞা বা আশীর্বাদ দাসীর পুত্র দ্বারা নয়, কিন্তু স্বাধীনার পুত্রের দ্বারা পূর্ণ হবে (গালা ৪)। অব্রামের পরিবারে ফিরে গিয়ে হাগার আবার বিভিন্ন অত্যাচারের সম্মুখীন হবে; কিন্তু ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করে হাগার তা সহ্য করার শক্তি পাবে।

চতুর্থত, *"তুমি পুত্র প্রসব করবে, তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে, . . . সে বনগর্দ্দভের ন্যায় মানুষ হবে; তার হাত সকলের বিরুদ্ধে ও সকলের হাত তার বিরুদ্ধে হবে; সে তার ভাইয়ের সামনে বাস করবে।"* ইশ্মায়েল কথার অর্থ "ঈশ্বর শোনেন।" এই নাম অব্রাম ও সারীকে হাগারের প্রতি তাদের অন্যায় আচরণকে স্মরণ করিয়ে দেবে; কারণ অব্রামের তাম্বুতে হাগারের প্রতি যে অত্যাচার করা হয়েছিল, তা ঈশ্বরের চোখকে এড়িয়ে যায়নি। হাগারের পুত্রের এই নাম অব্রামকে লজ্জা দেবে, কারণ ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের

জীবনে পাপের শাস্তি দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর তাঁর চুক্তির-বৃত্তের মধ্যে অন্যায় ও অত্যাচারকে কখনও প্রশ্রয় দেন না। তাই, "ইশ্মায়েল" নাম অব্রাম ও সারীর কাছে অভিযোগ প্রদর্শণকারী হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, হাগার তার পুত্রের এই নামকরণের দ্বারা সারা জীবন মনে রাখবে ঈশ্বর কীভাবে হাগারের প্রার্থনা শুনেছিলেন ও উত্তর দিয়েছিলেন (১১ পদ)। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এমন নাম সারীর পুত্রকে দেওয়া উচিৎ ছিল; যেমন বন্ধ্যা হান্নার প্রার্থনা শুনে ঈশ্বর শমূয়েলকে দিয়েছিলেন। কিন্তু হাগারের পুত্রকে এই নাম দেওয়ায় সারী তার অপরাধ উপলব্ধি করে অনুতপ্ত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

ইশ্মায়েলের যে চারিত্রিক গুণাবলির কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা সে ও তার বংশধরদের পরবর্তী ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। বনগর্দ্দভ স্বাধীনতা ভালোবাসে, এবং বাইবেলে এর দ্বারা প্রচণ্ড স্বাধীনতা, একগুঁয়ে গর্ব ও দুর্দমনীয় শক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে (ইয়োব ৩৯.৫-৮; হোশেয় ৮.৯)। তার এমন চরিত্র তাকে তার আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরীকৃত করবে, এবং সে তাদের বিরুদ্ধে জীবন-যাপন করবে;যদিও তাদের কাছাকাছিই সে বসবাস করবে। এর পরিণতি আজও আমরা দেখে চলেছি) ইশ্মায়েলের আরব বংশধররা তাদের প্রতিবেশি ইস্‌হাকের বংশধরদের সঙ্গে ধারাবাহিক সংঘর্ষে লিপ্ত; এবং তাদের অনমনীয় স্বাধীন মনোভাব সমগ্র বিশ্বের কাছে সুপরিচিত। অর্থাৎ, এই কথার দ্বারা অব্রাম ও ইস্‌হাকের সঙ্গে হাগারের ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদকে ঈশ্বর চিহ্নিত করলেন।

হাগারের প্রতি ঈশ্বরের ভবিষ্যৎবাণী যদিও ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও সাহসের কথা বলে, কিন্তু তা কোন্ পথে ইশ্মায়েল ও তার বংশধররা ব্যবহার করতে চলেছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখের কথা, তারা এই আশীর্বাদ খ্রীস্ট ও তাঁর সুসমাচারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। ইশ্মায়েলের শারিরিক ও আধ্যাত্মিক বংশধররা বিশ্বাসে সেই আশীর্বাদকে ঈশ্বরের উপহার হিসাবে গ্রহণ না করে তারা তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে চলেছে।

এইভাবে, হাগার কাদেশ ও বেরদের মধ্যে পানীয় জলের কূপের পাশে ত্রিত্ব-ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তির দেখা পেয়েছিল। এই অপূর্ব ঘটনাকে স্মরণে রাখতে হাগার সেই কূপের একটি নাম দিলেন, "বের-লহয়-রোয়ী।" এর অর্থ, "*যিনি দেখেন ও যিনি জীবিত, তাঁর কূপ" অথবা "সেই জীবন্ত ব্যক্তি যিনি আমাকে দেখলেন, তাঁর কূপ।*" ঈশ্বর হাগারের প্রার্থনা শুনে, হাগারকে দেখেছিলেন, এবং হাগার নিজে তাঁকে এখানে দেখেছিলেন তাই এই কূপের এমন নামকরণ করা হয়েছিল।

হাগার ঈশ্বরের কথামত অব্রামের তাম্বুতে ফিরে গিয়েছিল। ধরা যেতে পারে, সে তার সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা অব্রাম ও সারীকে বলেছিল, তার পুত্র-সন্তানের নামকরণের কথাও। অব্রাম হাগারের কথা বিশ্বাস করেছিল। তাই, হাগার যখন পুত্র সন্তানের জন্ম দিল, অব্রাম তার নাম ইশ্মায়েল রাখল এবং এর দ্বারা সেই পুত্রের প্রতি পিতার দায়িত্বকে অব্রাম স্বীকার করল। প্রথমে সারী যদিও তার দাসীর পুত্রকে নিজের পুত্র হসাবে মানুষ করার ইচ্ছা করেছিল (২ পদ); কিন্তু ইশ্মায়েলের জন্মের পর, সে তা করল না। অব্রামের ৮৬ বৎসর বয়সে ইশ্মায়েলের জন্ম হয়। কিন্তু অব্রামের ৮৬-৯৯ (১৭.১) বৎসরে কী ঘটেছিল, বাইবেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয়নি। হয়ত এই ১৩ বৎসর অব্রামের তাম্বুতে কেবল শত্রুতা, বিবাদ, মতানৈক্য, তিক্ততা, হিংসা ও মর্মবেদনা বাসা বেঁধেছিল। যার দ্বারা ঈশ্বর অব্রামকে এই শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, "আমি ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না" (যোহন ১৫.৫)।